সমকাল

তারিখ 04 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

কোনো বাধা মানবো না

ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষালয়

■ উজ্জল চক্রবর্ত্তী, *গাইবান্ধা*

ভোরে ঘুম থেকে উঠে কাজের খোঁজে ছোটা। শিশু হলেও পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে দিনের বেশিরভাগ সময়টা তাদের ব্যয় হয় কোনো না কোনো আয়মূলক কাজ করে। কেউ ওয়েল্ডিং কারখানায়, কেউ চা দোকানে, কেউ অন্যের বাড়ির গৃহকর্মী হিসেবে, কেউ পান দোকানে, কেউ বুট-বাদাম বিক্রি করে। সারাদিনে যা জোটে তা দিয়ে বাবা-মায়ের সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা তাদের; কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি অদম্য স্পৃহা সারাদিন কাজের পরও তাদের কাছে গুরুত্বের। তাই প্রতিদিন বিকেলে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে আসা। অন্য শিশুরা যখন স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরে, তখনই কিছু শিশু পরিবারের প্রয়োজনের কাজ সেরে প্রবেশ করে স্কুলের গণ্ডিতে। ঝরে পড়া শিশুদের জন্য এমনি একটি শিক্ষালয় গাইবান্ধার শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। গাইবান্ধা শহরের সরকারপাড়ায় ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২৪ জন, যার মধ্যে মেয়েশিশু ৬৬ জন। তাদের পড়ানোর জন্য রয়েছেন চারজন শিক্ষক। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইনুল ইসলাম জানান, সমাজের ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার স্বাভাবিক স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকটি কক্ষ নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সরকারি স্কুল বিকেলে ছুটির পর শুরু করা হয় শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা সরকারি স্কুলের মতো উপবৃত্তি পায়। পাশাপাশি দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগও রয়েছে। বৃত্তির পরিমাণ প্রতি মাসে ৭০০ টাকা করে। একবার বৃত্তি পেলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত দেওয়া হয় সে বৃত্তির টাকা।

গাইবান্ধা শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমাবেশ ■ সমকাল